১৪-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করো আমি জ্ঞানের সৌরভ বিস্তারকারী সুগন্ধী ফুল হয়েছি ? সবসময় জ্ঞান সৌরভ ছড়াতে থাকো"

প্রশ্ন : - কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা খুশিতে উচ্ছল থাকে ? দ্রুত লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আধার (উপায়) কি ?

উত্তর :- সুন্দর সুন্দর ফুল যারা, যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের মন্থন চলে তাদের অবস্থাই খুশিতে উচ্ছল থাকে । জ্ঞান আর যোগ শিক্ষার সুগন্ধ প্রবাহিত করতে সমর্থ স্বরূপ বাচ্চারা সবসময় প্রফুল্ল থাকে । দ্রুত লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আধার হলো সত্যিকারের বহ্নি - পতঙ্গ হওয়া । মায়া রূপী তুফান থেকে নিজেকে রক্ষা করা , শ্রীমতে চলা ।

গীত :- মেহফিলে জ্বলে ওঠে ঝাড় বাতির শিখা, পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা ••••

ওম্ শান্তি । চৈতন্য বহ্নি পতঙ্গরা গীত শুনেছে । বহ্নি পতঙ্গ বলো বা ফুলই বলো, একই কথা । বাচ্চারা বুঝতে পারছে যে, আমরা সত্যিকারের বহ্নি পতঙ্গ হয়েছি! কেবল পরিক্রমা করে চলে আসছি ; অগ্নিকে ভুলে যাচ্ছি । প্রত্যেককেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমি কতখানি সুগন্ধী ফুল হয়ে জ্ঞানের সৌরভ বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছি ? নিজের মতো ফুল আর কাকে তৈরি করেছি ? এটা তো বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর উনিই - সেই বাবা, যিনি সুগন্ধে সুরভিত । যারা সুন্দর ফুল বা বহ্নি পতঙ্গ তারা তো সুগন্ধে সুরভিত হবেই, তারা সবসময় খুশিতে থাকবে আর অন্যদেরও নিজের মতো ফুল বা বহ্নি পতঙ্গ করে তুলবে । ফুল না হলেও কলি (কুঁড়ি) করে তুলবে । সম্পূর্ণ বহ্নি পতঙ্গ সেই হতে পারে যে জীবিত থেকেও মৃত । সমর্পিত হয়ে যায় বা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়ে যায় । কোনও বিত্তবান কোনও গরিব বাচ্চাকে দত্তক নিলে, বিত্তবানের কোলে এসে সেই বাচ্চার মা বাবার কথা মনে পড়ে যায়, তারপর দারিদ্রের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় । সে জানে যে আমার গরিব মা বাবা আছে কিন্তু মনে করবে বিত্তবান মা - বাবাকে, যাদের থেকে ধন প্রাপ্তি হবে । সাধুরা সন্ন্যাসীরা সাধনা করে মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য, সবাই মুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে কিন্তু মুক্তির অর্থ বোঝেনা । কেউ বলে জ্যোতি - জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে, আবার কেউবা ভাবে নির্বাণ ধামের ওপারে চলে যাবে । নির্বাণধামে যাওয়া মানে কোনও জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া নয় । এটাও বোঝে যে আমরা দূরদেশের বাসিন্দা । এই দুর্গন্ধময় দুনিয়াতে থেকে কি করবো !

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যখন কারও সাথে দেখা হবে তাদের বোঝাও যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ আর এখন হল সঙ্গমযুগ । সত্য যুগ থেকে ত্রেতায় যাওয়ার সন্ধিক্ষণ হলো সঙ্গমযুগ । ওখানে যুগের বদল ঘটে, কিন্তু এখানে কল্পের বদল ঘটে । বাবা কোনও যুগে যুগে আসেন না, যেমন মানুষ ভাবে । বাবা বলেন যখন সবকিছু তমোপ্রধান হয়ে যায় ; কলিযুগের শেষ হয়, এমন কল্পের সঙ্গমে আমি আসি । যুগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ২ কলা কমে যায় । যখন পুরো গ্রহণ লেগে যায় তখনই আমি আসি । আমি যুগে যুগে আসিনা। এসবই বাবা বসে বহ্নি পতঙ্গদের বোঝান । বহ্নি পতঙ্গরাও নম্বর অনুযায়ী হয় ; কেউ তো অগ্নিতে (রুদ্র যজ্ঞ) নিজেকে আহুতি দেয় আর কেউবা চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে চলে যায় । তারা শ্রীমতে চলতে ব্যর্থ হয় ।

যদি শ্রীমতে না চলে মায়া আবার গ্রাস করে নীচে ফেলে দেয় । শ্রীমতের অনেক গায়ন (মহিমা) আছে ।

শ্রীমত ভগবৎ গীতা বলা হয় । শাস্ত্র তো পরে রচিত হয়েছে । ঐ সময় মনুষ্য বুদ্ধি রজো, তমো হওয়ার কারণে ভেবেছিল যে, কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছিলেন । বাবা বলেন আমি তখনই আসি যখন আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের মনুষ্যদের বিলুপ্তি ঘটে । তারা এটা ভুলেই যায় যে আমরাই দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলাম, নিজেদের হিন্দু বলে দেয় । এটাই সবচাইতে বড়ো ভুল । ভারতীয়দের মধ্যে যারা দেবতা ধর্মের পূজারী তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা কোন্ ধর্মের ? ওরা বলবে আমরা হিন্দু ধর্মের । জিজ্ঞাসা কর তোমরা কাদের পূজা করছ ? ভারতবাসী নিজেদের ধর্মকেই জানেনা, এটাও ড্রামায় ফিক্সড (নির্দিষ্ট)। যখন সবাই ভুলে যায় তখনই তো আমি এসে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । সত্য যুগে একটাই ধর্ম, একথাই বাবা বসে বোঝান । যারা বিশ্বের মালিক ছিল তারা নিজেরাই ভুলে গেছে ; বাকিদের কথা না হয় থাকলো । একজনই বাবা যিনি এসে দুখধাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুখধামের মালিক বানান । তোমরা বলবে এখন আমরা নরকের মালিক । দুনিয়াকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে । সবাই পতিত তাই তো পবিত্রতাকে নমন করে । মানুষ সন্ন্যাসীদের গুরু বানায় কারণ তারা পবিত্র, ভাবে গুরু দ্বারা পবিত্র না হলে সদ্গতি কি করে হবে । কিন্তু অনুসরণ করে না । গুরুরাও বলেনা যে তোমরা অনুসরণ না করলে পবিত্র হবে কি করে ! এখানে তো বাবা বলেন যদি তুমি পবিত্র নির্বিকারী হও তবেই আমার ফলোওয়ার্স (অনুসরণকারী) আর তা না হলে ফলোওয়ার্স নয় । উচ্চ পদ প্রাপ্তি লাভ হবে না । সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না যে , ফলো করো ; নয়তো সাজা খেতে হবে । একথা বাবা বলেন - শ্রীমতে চলো নয়তো কিছুই প্রাপ্তি হবে না । বাবা বারংবার বুঝিয়েছেন বাচ্চারা , লক্ষ্যপথ বড়ো কঠিন । এই সময় তোমরা পুরুষার্থ করছ কেননা দুঃখে আছ ।

তোমরা জান সত্য যুগে আমরা খুব সুখে থাকবো, ওখানে বুঝতেই পারবে না যে, আমাদের আবার দুখধামে যেতে হবে । আমরা কিভাবে সুখধামে এসেছি, কতবার জন্ম নিয়েছি -- কিছুই জানতে পারবে না । এখন তোমরা জান উঁচু (শ্রেষ্ঠ) কে ? তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার কারণে, ঈশ্বর যেমন নলেজফুল তোমরাও ঠিক তাই । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । দেবতাদের থোড়াই ঈশ্বরের সন্তান বলা হবে ? এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান কিন্তু নম্বর অনুযায়ী । কেউ তো বড়ো খুশিতে থাকে, বোঝে যে আমি তো বাবার শ্রীমতে চলি । যত শ্রীমতে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । বাবা সামনে বসে বোঝান -- বাচ্চারা দেহ অভিমান ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হও । নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু সবসময় স্মরণ হবে না ; হবে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । ফলাফল বেড়োবে শেষে । বাবা হলেন সুখদাতা । এমন নয় যে বাবা দুঃখ দেন । বাবা কখনওই বাচ্চাদের দুঃখ দিতে পারেন না । বাচ্চারা নিজেদের উল্টো চালচলনে দুঃখ ভোগ করে । বাবা দুঃখ দেন না । ওরা বলে, হে ভগবান, সন্তান দাও তবেই কূল বৃদ্ধি পাবে । সন্তানকে ভীষণ স্নেহ ভালবাসা দেয়, বাকি দুঃখ সন্তান তার নিজ কর্মফলে ভোগ করে । এখনও বাবা বাচ্চাদের কতো সুখে রাখেন । বাবা বলেন শ্রীমতে চলো, আসুরি মতে চলেই তোমরা দুঃখ ডেকে আনো । বাচ্চারা বাবা, শিক্ষক বা বড়োদের আদেশ না মানার কারণেই দুঃখ পেয়ে থাকে । দুঃখকে নিজেরাই ডেকে আনে মায়ার বশবর্তী হয়ে । ঈশ্বরীয় মত তোমরা এখনই পেয়ে থাক । ঈশ্বরীয় রেজাল্ট ২১ জন্ম ধরে চলে, তারপর আধা কল্প চলে মায়ার (আসুরি) মত । ঈশ্বর একবারই এসে মত দিয়ে

থাকেন । মায়ার মত চলে আধা কল্প ধরে। মায়ার মতে চলেই ১০০ পার্সেন্ট দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায় । যারা সুগন্ধিত ফুল তারা সবসময় খুশিতে থাকে নম্বর অনুযায়ী । বহ্নি পতঙ্গ স্বরূপ বাচ্চা বাবার হয়ে তাঁর শ্রীমতেই চলে । সাধারণত গরিবরাই নিজেদের হিসেব নিকেশ লিখে রাখে । বিত্তবানদের তো ভয় থাকে যে, কেউ যেন অর্থ-কড়ি না নিয়ে যায়। বিত্তবানদের হিসেব নিকেশ লিখে রাখা মুশকিলের কাজ । বাবা বলেন, আমি তো দীনবন্ধু । দান তো সবসময় দরিদ্রদের দেওয়া হয় । সুদামার কথা, এক মুষ্ঠি চাল নিয়ে মহল দেওয়া হয়েছিল তাই না! তোমরা হলে গরিব, কারও কাছে ২৫-৫০ টাকা থাকলে তার থেকে এক দুই আনা দিয়ে দেয়। একইভাবে বিত্তবানরাও ৫০ হাজার টাকা দান করে আর তাই দীনবন্ধু বলা হয়ে থাকে । বিত্তবানরা বলে তাদের সময় নেই, কারণ তাদের নিশ্চয় বুদ্ধি নেই । তোমরা হলে গরিব আর গরিবদের ধন প্রাপ্তি হলে খুশি হয়। বাবা বুঝিয়েছেন এখানে যারা গরিব ওখানে তারা বিত্তবান হয় আর এখানকার বিত্তবান ওখানে গরিব হয় । কেউ জিজ্ঞাসা করে আমরা যজ্ঞের প্রতি খেয়াল রাখবো, নাকি কুটুম্বদের প্রতি খেয়াল রাখবো ! বাবা বলেন তোমরা নিজের কুটুম্বদের প্রতি খেয়াল রাখো যন্ত্র নাও । ভালোই হয়েছে যে তোমরা এখন গরিব, বিত্তবান হলে বাবার কাছ থেকে পুরো বর্সা নিতে পারতে না । সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না, ওরা তো অর্থ নিয়ে নিজেদের সম্পত্তি তৈরি করে । শিববাবা থোড়াই সম্পত্তি বানাবেন ? এই মহল ইত্যাদি তোমরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছ, এগুলো কারও সম্পত্তি নয় । এসবই অস্থায়ী কেননা অন্তিম সময়ে বাচ্চাদের এখানে এসে থাকতে হবে । আমাদের স্মৃতি স্মারক এখানে আছে, সুতরাং অন্তিমে তোমরাই এখানে এসে বিশ্রাম নেবে । বাবার কাছে দৌড়ে তারাই যাবে যারা যোগযুক্ত হবে । তারাই অনেক সাহায্য পাবে । বাবা তাদের অনেক সাহায্য করবেন । তোমরা জান এখানে বসে আমরা বিনাশ দেখবো । ঠিক শুরুতে যেভাবে বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পরে আসা আত্মাদের ও সেই অধিকার থাকবে । ঐ সময় অনুভব হবে যেন বৈকুন্ঠে বসে আছি । ক্রমশ তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ । এটা তো বুঝেছ যে, তোমরা এখন যাত্রা পথে আরও কিছু সময় পরে বিনাশ ঘটবে আর তারপরই প্রিন্স প্রিন্সেস হতে পারবে । নানান বৈচিত্র বর্ণের ফুল আছে। প্রত্যেক বাচ্চাকে বুঝতে হবে যে, কতজনকে জ্ঞানের সুগন্ধে সুরভিত করতে পেরেছি! জ্ঞান আর যোগ শিক্ষা কি দিতে পেরেছি ? যারা সার্ভিস করে তারা অন্তরে সদা প্রফুল্ল থাকে । বাবা জানেন এর স্থিতি এখন কোন্ অবস্থায়, কতটা দ্রুত গতিতে সে এগিয়ে যেতে পারছে । দ্রুত এগিয়ে যাবে তারাই, যারা বহ্নি পতঙ্গ হবে । বাবা বুঝিয়েছেন মায়ার তুফান তো আসবেই, মায়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । সন্ন্যাসীরা কখনও বলবে না স্ত্রী - পুরুষ গার্হস্থ্য জীবনে পবিত্র হয়ে দেখাও । ওরা এরকম সন্ন্যাস করাতে পারবে না । ওদের হলো নিবৃত্তি মার্গের রজোপ্রধান সন্ন্যাস । হঠযোগ সন্ন্যাস মনুষ্যই মনুষ্যদের শেখায় । পরমপিতা পরমাত্মাই এসে আত্মাদের রাজযোগ শেখান । আত্মাদের জ্ঞান আছে যে, আমি আত্মা । আত্মা স্বরূপ ভাইদের সাথেই কথা বলি । ঠিক যেমন পরমাত্মা বাবা আমরা আত্মাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, আমরা সবাই আত্মা, কিন্তু আত্মা স্বরূপ নিশ্চয় না হওয়ার কারণে দেহ অভিমান থাকায় শরীর ধারী মনুষ্যদের বোঝাচ্ছি এটাই মনে করো । বাবা বলেছেন - আমি তো আত্মাদের সাথেই বাক্যালাপ করি । আমি পরম (শ্রেষ্ঠ) আত্মা তোমাদের আত্মার সাথেই বাক্যালাপ করি আর তোমরা বলবে আমরা আত্মারা শুনি, আত্মাদের শোনাই । এমন দেহী অভিমানী হয়ে শোনালে আত্মা চট করে অনুভব করতে পারবে , কিন্তু নিজে দেহী অভিমানী না হতে পারলে ধারণা করাতে ব্যর্থ হবে । বড়ো উঁচু লক্ষ্যপথ ; বুদ্ধিতে এটাই ধারণ করতে হবে, আমরা অরগ্যান্স দ্বারা শুনি । বাবা বলেন - আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি । বাচ্চারা বলে আমরা আত্মা ভাইদের সাথে কথা বলি । বাবার আদেশ -- বাচ্চারা অশরীরী

অর্থাত্ দেহী অভিমানী হও । দেহ- অভিমান ত্যাগ করে, আমাকে স্মরণ করো । এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমি কার সাথে কথা বলছি আত্মার সাথে না শরীরের সাথে! ফিমেল (মহিলা) হলেও সে আত্মা । তোমরা বাচ্চারা ভাবছ যে, আমরা তো বাবার সন্তান ; কিন্তু না, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে আমি আত্মা অন্য আত্মাদের বোঝাচ্ছি, অমুককে বোঝাচ্ছি তা কিন্তু নয় । এই আত্মা আমার ভাই তাকে পথের দিশা বুঝিয়ে দিচ্ছি । আত্মা স্বরূপে বোঝালেই শীঘ্র অনুভব করতে পারবে । শরীর দেখে বোঝালে আত্মা ধারণ করতে ব্যর্থ হবে । প্রথমেই নিজেকে সতর্ক করে দাও যে, আমি আত্মা কথা বলছি । আত্মা না মেল (পুরুষ) না ফিমেল (মহিলা) । আত্মা তো শরীর থেকে আলাদা । মেল ফিমেল হয় শরীর থেকে । যেমন ব্রহ্মা সরস্বতীকে মেল -ফিমেল বলা হয় । শঙ্কর পার্বতীকেও মেল - ফিমেল বলা হয় । শিববাবা না মেল না ফিমেল । বাবা-ই এসে আত্মাদের বোঝান লক্ষ্যপথ অনেক উঁচুতে। বাবার আত্মাই সবাইকে বোঝান । আত্মাদের ইঞ্জেকশন (জ্ঞান রূপী) পেলেই দেহ- অভিমান ছিন্ন হয় । তা না হলে সুগন্ধ সুরভিত হয়না, শক্তিহীন হয়ে পড়ে । বাবা বলেন আমি আত্মাদের সাথেই কথা বলি আর তোমরা আত্মারাই শোন । এখন তোমাদের ঘরে ফেরার পালা আর তাই দেহী -অভিমানী হও । মনমনাভব । এরপর স্বাভাবিকভাবেই মধ্যাজী ভব হয়ে যাবে । মূল কথাই হলো "মনমনাভব", বাবাকে স্মরণ করো । যদিও সবাই বলে ভগবানকে স্মরণ করো কিন্তু তিনি কে তারা জানেনা । বাবা বলেন ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কৃষ্ণ বা দেবতাদের স্মরণ করতে হবে না । মনুষ্য বুদ্ধি তবুও চলে যায় কৃষ্ণ বা রামের প্রতি, কিন্তু তাঁরা তো ভগবান নন । এখন তোমরা বাচ্চারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধারণ করেছ । অমৃত বেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, দিনের বেলায় সার্ভিস করতে হবে কেননা তোমরা কর্মযোগী । লিখিত আছে যে, নিদ্রাকে জয় করে, রাত্রি জেগে উপার্জন বৃদ্ধি করো । দিনে মায়ার প্রবল হাতছানি । অমৃত বেলার বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ পবিত্র, স্বচ্ছ সুন্দর থাকে । বাচ্চারা তো বাবাকে লিখে জানায় না যে এই সময়ে উঠে বিচার সাগর মন্থন করি। পরিশ্রম এতেই আছে, বিশ্বের মালিক হতে গেলে কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর ভালবাসা । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহী -অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা করতে হবে । আমি আত্মা, আত্মা (ভাই) দের সাথে কথা বলি । আত্মা কথা বলে, আত্মাই অরগ্যান্স দ্বারা শোনে •••• এটা অভ্যাস করতে হবে ।

২) উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হলে পবিত্র ও নির্বিকারী হতে হবে । জীবিত থেকেও মৃত বহ্নি পতঙ্গ স্বরূপ হতে হবে ।

বরদান :- অশান্তি বা হাঙ্গামার মধ্যেও শান্তির মরূদ্যান অনুভব করাতে সমর্থ শান্তি স্বরূপ হও

যখন কোনও স্থানে গন্ডগোল বা অশান্তি হয়, তখন সেখানে শান্তির শক্তি প্রদান করে অবাক করে দাও । সবাই শান্তি অনুভব করবে । শান্তি মরূদ্যান হয়ে শান্তির কিরণ প্রবাহিত করো । শান্তি স্বরূপ হয়ে শান্তি মরূদ্যানের অনুভব করাও । ঐ সময় কোনও বাক্যালাপ (বাচা) করে সেবা

করা নিষ্প্রোয়োজন, কিন্তু মনসা দ্বারা শান্তি প্রদান করে তা প্রত্যক্ষ করতে পার । সবার ভাইব্রেশনে (প্রকম্পন) আনতে হবে যে এখানে শান্তি বিরাজ করছে । এমনই বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে ।

স্লোগান :- নিজের এবং অন্যদের চিন্তার অবসান ঘটানোই শুভচিন্তক হওয়া।